কোল্ড স্টোরেজ/২০১২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/১১ অক্টোবর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৪৮-আইন/২০১২।— বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন, "কোল্ড স্টোরেজ" শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য, "নিম্নতম মজুরী বোর্ড" কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিলের টেবিল-১ হইতে টেবিল-২ এ বর্ণিত নিম্নতম মজুরীর হারকে, নিম্নে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, যথাক্রমে উক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরীর হার হিসাবে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিল, যথা ঃ—

তফসিল

টেবিল-১

ক্রমিক নং	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরীর ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	মোট মজুরী (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১)	**দক্ষ ঃ** ১। ফোরম্যান ২। হেড অপারেটর/চিফ অপারেটর/অপারেটর ইনচার্জ	৭,০০০	৩,৫০০	৫০০	৩০০	১১,৩০০

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(২)	আধা-দক্ষ ঃ ১। সুপারভাইজার/স্টোর কিপার ২। অপারেটর ৩। ইলেকট্রিশিয়ান	৬,০০০	৩,০০০	৫০০	৩০০	৯,৮০০
(৩)	অদক্ষ ঃ ১। সহকারী সুপারভাইজার/ সহকারী স্টোর কিপার ২। সহকারী অপারেটর ৩। ট্যাংকম্যান ৪। হেলপার	৩,৫০০	১,৭৫০	৫০০	৩০০	৬,০৫০
(৪)	শিক্ষানবিস	(ক) শিক্ষানবিসকাল ইহবে ০৩ (তিন) মাস। (খ) যদি প্রথম ০৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিসকালে কোন দক্ষ শ্রমিকের কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহার শিক্ষানবিসকাল আরও ০৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে। (গ) শিক্ষানবিসকালে শিক্ষানবিস শ্রমিক প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে মাসিক সর্বসাকূল্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (ঘ) শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিস শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।			

টেবিল-২

ক্রমিক নং	কর্মচারী পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরীর ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	মোট মজুরী (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১)	**গ্রেড-১ ঃ** ১। একাউনটেন্ট/হিসাবরক্ষক	৭,০০০	৩,৫০০	৫০০	৩০০	১১,৩০০
(২)	**গ্রেড-২ ঃ** ১। কম্পিউটার অপারেটর ২। সহকারী হিসাবরক্ষক ৩। ক্যাশিয়ার ৪। কেরানী (সকল প্রকার)	৫,৫০০	২,৭৫০	৫০০	৩০০	৯,০৫০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৩)	**গ্রেড-৩ ঃ** ১। দারোয়ান ২। পিয়ন ৩। ঝাড়ুদার	৩,৫০০	১,৭৫০	৫০০	৩০০	৬,০৫০
(৪)	**শিক্ষানবিস**	(ক) শিক্ষানবিসকাল হইবে ০৬ (ছয়) মাস। (খ) শিক্ষানবিসকালে শিক্ষানবিস কর্মচারী প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে মাসিক সর্বসাকুল্যে=৩,০০০ (তিন হাজার)টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (গ) শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিস কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

শর্তাবলী ঃ

(১) উক্ত শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক ও কর্মচারীর পদবী, কাজের ধরণ ও প্রকৃতি, চাকুরীকাল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে উপরি-উক্ত তফসিলের, অতঃপর তফসিল বলিয়া উল্লিখিত, টেবিল-১ এবং টেবিল-২ এ উল্লিখিতভাবে উক্ত শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত—

(ক) শ্রমিকদের যথাক্রমে (১) দক্ষ, (২) আধা-দক্ষ ও (৩) অদক্ষ এই ০৩ (তিন) শ্রেণীতে; এবং

(খ) কর্মচারীদের যথাক্রমে (১) গ্রেড-১, (২) গ্রেড-২ ও (৩) গ্রেড-৩ এই ০৩ (তিন) শ্রেণীতে-বিভক্ত করিয়া পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে।

(২) উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিক এবং কর্মচারীর ক্ষেত্রে তফসিলের বিভিন্ন কলামে উল্লিখিত হারে মাসিক ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতা নির্ধারিত হইবে, যাহা বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "কোল্ড স্টোরেজ" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উক্ত শিল্প সেক্টরের তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারী বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহাদের স্ব স্ব মজুরী নির্ধারণ করিয়া বর্তমান প্রাপ্ত মজুরীর সহিত সুপারিশকৃত বর্ধিত মজুরী যোগ করিয়া তাহাদের মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে। কোন শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

(৪) এই প্রজ্ঞাপন জারীর পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিককে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্ত-করতঃ মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

(৫) তফসিলের টেবিল-১ এবং টেবিল-২ এ ঘোষিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করা যাইবে না।

তবে উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা অধিকহারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

(৬) নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিক অথবা শ্রমিককে অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কোনক্রমেই কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৮) শর্ত (৭) এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৯) উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিক যদি শ্রমিককে ফূরণভিত্তিক (Piece rate) মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রাপ্ত না হন।

(১০) তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক ও কর্মচারী কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩৩৬ এর বিধান মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান মিয়া
উপ-সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd